...ও বেলেঘাই

-জীবন-জীবিকা ও সাহিত্য

তৃতীয় সংখ্যা - মার্চ-২০২৪

Volume-III, Issue-I
(2024)

বাংলায় বিশেষ নদীকেন্দ্রিক গবেষণা ও সাহিত্য চর্চার প্রথম ওয়েবসাইট-...ও কেলেঘাই

একটি নদীর নাম কেলেঘাই

ইচ্ছে হয় হিজলের শেকড় ছুঁয়ে
স্পর্শ করি নাভিমূল তার
জন্মের স্বাদ পেতে ছুটে যাই বাদিনা গ্রামের সবুজ ছায়ায়
শুয়ে থাকি ঘাসের শয্যায়...
আবার মিলনে প্রাপ্তি ভেবে
হলদির উপকূলে শান্তির খোঁজ পাই
আজো সে সহজিয়া নারী
আমার নদী, তোমারও তো
...ও কেলেঘাই।

ওয়েবসাইট- www.keleghai.in
ই-মেল- o.keleghai@gmail.com
মোবাইল- ৯৬৪১৭৮৩৫৩৪

"...ও কেলেঘাই" একটি ওয়েব জার্নাল । কেলেঘাই একটি নদীর নাম। যার বাঁকে বাঁকে ছড়িয়ে রয়েছে আঞ্চলিক ইতিহাসের সমৃদ্ধ উপাদান। এই জার্নালের প্রধান দুটি উদ্দেশ্যের মধ্যে-

প্রথমতঃ তীরবর্তী সমাজের জীবন জীবিকায় কেলেঘাই নদী কতখানি অপরিহার্য ছিল এবং আছে তার মৌলিক অন্বেষণ।

দ্বিতীয়তঃ সাহিত্যের বিচিত্র শাখা প্রশাখার কল্পলোকে কেলেঘাই নদীকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দেওয়া।

উপদেষ্টা- মনোতোষ আচার্য

সম্পাদক- ড. মৃন্ময় মণ্ডল

'...ও কেলেঘাই'র পক্ষে ড.মৃন্ময় মণ্ডল কর্তৃক পটাশপুর, পূর্ব মেদিনীপুর ৭২১৪৫৪ থেকে প্রকাশিত

প্রচ্ছদ ও অক্ষর বিন্যাস- কৌশিক রায়

মুদ্রণ- কল্পনা জেরক্স এন্ড প্রিন্ট, নৈপুর, পটাশপুর, পূর্ব মেদিনীপুর

সম্পাদকীয় দপ্তর এবং লেখা পাঠানোর ঠিকানা

'...ও কেলেঘাই', পটাশপুর, পূর্ব মেদিনীপুর- ৭২১৪৫৪

ওয়েবসাইট- www.keleghai.in ইমেল-o.keleghai@gmail.com

মোবাইল-৯৬৪১৭৮৩৫৩৪

মূল্য–২১ টাকা

-কলমে-

কল্পবোধ- সুশোভন পণ্ডা ।। ইন্দ্রজিৎ রাউৎ।। বিপুল বেরা ।। মনোতোষ আচার্য।। গোপাল মাইতি।। বিষ্ণুপদ দাশ।।

অনুগল্প- বিষ্ণুপদ আচার্য্য

অনুপ্রবন্ধ- মৃন্ময় মণ্ডল ।। কৃষ্ণগোপাল চক্রবর্তী ।। শ্রী দেবাশিস কুইলা।।

-অল্পকথায়-

'নদী' জীবনের মতো বহমান, 'নারীর' মতো নীরবে উদ্ভিন্ন। সভ্যতার উদয় হতে নদী মাতৃরূপে পূজিত হন। তার সৃষ্টিজাত নির্মাণ, নির্ভরতার আবেশে ঋণী এই পার্থিবজগত। বহু জনপদের আজন্ম ইতিকথা বহমানিত তার অবিরাম ধারা-উপধারায়। জনপদের প্রকীর্ণ কলতানে যেমন নীরব তার অনিন্দ্যকীর্তন, তেমনই আছে বেদনার জগতও। তার গভীর খাতে চিহ্নিত কত পারাপারের ইতিকথা যা বিস্মৃতির অতলতলে ডুকরে মরে। হারানো সেই দিনের নস্টালজিক পটভূমি, অক্ষর সজ্জায় মেলে ধরতে "...ও কেলেঘাই'র" পথচলা। নিতান্তই সাহিত্যের নিবিড়তায় আবিষ্ট না হয়ে, তীরবর্তী জনজাতির নদীমাতৃক অতীত ঐতিহ্য লেখনীর মাধ্যমে সমৃদ্ধ হয়ে উঠুক এবারের "...ও কেলেঘাই"র কলেবর। তাই "...ও কেলেঘাই" খুঁজে বেড়ায় অভিজ্ঞতা, উপলব্ধি ও পর্যবেক্ষকদের, যাদের লেখনীর মাধ্যমে কেলেঘাই হয়ে উঠবে বিশ্বের আঙিনায় এক স্রোতস্বিনী- জীবন্ত নদী।

"...ও কেলেঘাই"র জন্যে তৃতীয় সংখ্যায় যারা কলম ধরেছেন, তাদের প্রতি রইলো ফাল্গুনী শুভেচ্ছা। উপদেষ্টা ও পর্যালোচকদের সুচিন্তন মতামত সর্বদা "...ও কেলেঘাই"কে মোহনা প্রাপ্তির দিকে ধাবিত করবে এই আশা রাখি।

আনুচ্ছিকভাবে কিছু ত্রুটি থাকলে পাঠকগন তা ক্ষমার চোখে দেখবেন।পাঠকবর্গের গঠনমূলক মতামত আগামী সংখ্যা প্রকাশের ক্ষেত্রে উদ্দীপনার রসদ যোগাবে। '...ও কেলেঘাই' এর প্রত্যেকটি সংখ্যা পাঠকগন www.kelghai.in সাইট থেকে পড়তে পারবেন।

ড. মৃণ্ময় মণ্ডল
সম্পাদক
মার্চ-২০২৪

"বর্ষা বাদল"

সু শো ভ ন প ণ্ডা

বর্ষা মানে বৃষ্টি ভেজা পথ ঘাট আর মাঠ
পড়া ভুলে মন চলে যায় নন্দপুরের হাট।।
বর্ষা মানে বাদলা দিনে শুধু মোদের ভেজা
রথের মেলায় জমিয়ে খাব খাস্তা তেলে ভাজা।।
কালো মেঘে ঝরে পড়ে ঝম্ ঝমাঝম্ বৃষ্টি
প্রকৃতি যেন নতুন করে করছে কিছু সৃষ্টি।।
মেঘ পবনে বাড়িতে বসে জমিয়ে কাব্য লেখা
বৃষ্টিস্নাত দিনে মন করে আসে মেঘের বাড়ি দেখা।।
বাদল দিনে পুকুর ডোবা জলে থই থই
ছিপ নিয়ে ধরবো মোরা রুই কাতলা কই।।
মেঘ পবনে বাদলা দিনে জমিয়ে খাব ইলিশ মাছ ভাজা
বর্ষা এলে খাওয়া দাওয়াটা হয় চমৎকার আর খাসা।।
মেঘলা বাতাসে ভরে ওঠে কামিনী ফুলের গন্ধ
মিষ্টি গন্ধে ভরে ওঠে মোদের নাসারন্ধ্র।।
বাদল দিনে সাগর নদী আনন্দেতে মাতে
ময়ূর তার পেখম তুলে তা-ধিন তা-ধিন নাচে।।
বর্ষা যেন এক অপরূপ সুন্দরী
তাইতো সবাই করে তার রূপের কদরী।।
প্রকৃতি সাজে বাদলা দিনে চির সবুজময়
মন - প্রকৃতি একাত্ব হয়ে নানা কথা কয়।।

"বৃষ্টি এলো রে"

ই ন্দ্র জি ৎ রা উ ৎ

আজ বিকেলে ঈশান কোণে মেঘ জমলো রে।
হঠাৎ করে ঝিরঝিরিয়ে বৃষ্টি এলো রে।।
আউশ ক্ষেতে ধানের শীষ ডুবলো বুঝি রে।
মাঠের 'পরে টিপটিপিয়ে বৃষ্টি এলো রে।।
কদম কলি খুঁজে অলি কোথায় গেলিরে?
গাছের 'পরে ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি এলো রে।।

জুঁই বেল যুথিকা কামিনী বীথিকা সুবাস ছড়ায় রে।
পাপড়ি 'পরে রুমঝুমিয়ে বৃষ্টি এলো রে।।
পেয়ারা ডালে বাতাবি জামরুলে কাঠবেড়ালি ছুটেরে।
ডালের 'পরে রিমঝিমিয়ে বৃষ্টি এলো রে।।
ঝিঙে গাছে ফিঙে পাখি কিচিরমিচির ডাকে রে।
পাতার 'পরে টুপটুপিয়ে বৃষ্টি এলো রে।।

এপার খালে ওপার বিলে পানকৌড়ি ডুবে রে।
ঝিলের 'পরে টুপটাপিয়ে বৃষ্টি এলো রে।।
পুকুর পাড়ে বেড়ার ধারে জীয়ল ওঠেরে।
দিঘির 'পরে ঝরঝরিয়ে বৃষ্টি এলো রে।।

গিরি তলে ময়ূর বলে পেখম তুলি রে।
পাহাড় চুড়ায় ঝিরঝিরিয়ে বৃষ্টি এলো রে।।
ডোবার ব্যাঙ ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ মজা লুটেরে।
মাথার 'পরে টুপুরটাপুর বৃষ্টি এলো রে।।

"বৃষ্টি"

বি পু ল বে রা

আষাঢ় গগনে গুড়ু গুড়ু মেঘের
গর্জনে, ঘনিয়ে আসে কালো মেঘ
অচমকিত বিদ্যুতের কলতানি আনে বৃষ্টি
সারাদিন বারি ঝরিছে ঝর্ ঝর্,
সবুজ গাছগুলি কাঁপিছে থর্ থর্।

ওই দেখো দূরে চাষিরা ছুটে মাঠে
জাগিছে আনন্দ ওদের মনে
মাঠ ফাটা রোদের পরে বৃষ্টি আনে
নতুন ফসল বপনের তরে চাষিরা চলে,
গায় গান নতুন কর্ষনের সবাই দলে দলে।

বৃষ্টি জমলো, মেঘ হল অন্ধকার
সারাদিন বৃষ্টি স্তব্ধ সবার দ্বার,
রাত্রি নিঝুম, আর ব্যাঙের ডাক,
সকাল হতেই শোনা যায়
চারিদিকে জল থৈথৈ মানুষের হাঁকডাক।

বৃষ্টি হলে কি আনন্দ কিজে মজা ভাই
বৃষ্টিতে যে ভেজার মজা কোথায় গেলে পাই।
বৃষ্টি তুমি এসো আবার মন শান্ত করে,
আবার সবাই ভিজবো মোরা
তোমার অঝোর ধারার বারি তরে।

"সত্য গাথা"

ম নো তো ষ আ চা র্য

সেই মেঘ সত্য গাথা বিরহী যক্ষের অভিমান
পেয়েছে রঙিন চিঠি বাসনার আসমুদ্র দিঘি
উড়াল স্বপ্নের ডানা জ্বলজ্বল আলোকখচিত
স্নায়ু ও রক্তের ধ্বনি প্রমত্ত শিকারের বনে

তারারা মাল্যবান ঋজু মন্দ্র আগুন জঠর
কবিতা কুসুম মধু পর্ণমোচী পলাশ পরব
বিকেলের মাঠগুলি অনিবার্য নিঃশেষিত সুর
ভেসে আসা মেঘরাশি কৃষ্ণচূড়া যাপন বেদন

অক্ষর চিহ্নের স্রোত নাব্য নদীর কথকতা
সরস আঁধার মুছি কৃপাময় কবিতার থানে
সব সত্য সারাৎসার উপচে পড়ে আনন্দের ডালি
উজ্জীবিত ক্লোরোফিল কেলেঘাই জলজ হৃদয়

দলবদ্ধ ছায়াগুলি আকাশের দৃষ্টি গাছপালা
মাটিতে আসন পাতা চিদানন্দ ভ্রাম্য রূপকথা।

"কেলেঘাই তুমি..."

গো পা ল মা ই তি

কেলেঘাই তুমি আনমনা
দূরন্ত জলের ধারা,
তোমার তীরেই স্বপ্ন মোদের
শান্তি সুখে হারা।
আম বকুল হিজলের ছায়া
তোমার ওই নাভি তটে,
মুক্ত আলিঙ্গন সিক্ত ছোঁয়া
ঘনিষ্ঠতার প্লাবন ঘটে।
তোমায় দেখে তোমায় ছুঁয়ে
ভুলে যাই ব্যাথা,
অতীতকে পিছে ফেলে
স্বপ্নে ডুবে কথা।
আঁকাবাঁকা পথবেয়ে কত
গ্রামকে ছুঁয়ে তুমি গিয়েছো দূর হতে বহু দূরে...
যন্ত্রনার আঁধার ফেলে জীবন তরী
সঙ্গী করে কালের তোরে
এগিয়ে যাবো ফিরবো না আর ঘর।
কেলেঘাই তুমি অমর চেতা
যুগ যুগের বাহক,
বাঁধা ফেলে সাগর খোঁজা
অগ্রগামী ধারক।
তুমি অগ্রগামী ধারক।

" কেলেঘাই পাঁচালী "

বি ষ্ণু প দ দা শ

উদোম হাওয়ায় মোড়া পালকুল বাঁধ
ঐ দূরে মাদুলীয়ার হাট-
কোঁচড় ভরেছে কত সাঁকোটি পেরিয়ে;
গ্যাংটাল ঘাটা জুড়ে মাড়া পথে অতীতের ওম!

বান ডাকা সে জলার খেয়ালি জলসায়
কেলেঘাই আজ যেন নৃত্য চপলা-
ঝিঁ ঝিঁ ডাকা রাত গড়ে, জোনাকির মালা;
নদী-নারী এইবেলা হোক একেকার।

সে সুখ উধাও আজ কালের শাসন
নির্জনতার বুনো আহ্লাদ ক্লিশে হয়-
সারি সারি ন্যগ্রোধের ডালে;
মৃত্যু পাঁচালী গায় বোকা কালিদাস।

আজ এই অন্ধকারে কারা যেন খুঁজে
তমাল-তাল-হিজলের সারি,
হারানো বাবলা অর্জুনের স্বাদ পেতে;
নদী বাঁচানোর প্লুতস্বর...

এই পথে একদিন মহাজনী নৌকার ভিড়ে
রয়ে গ্যাছে বেহুলার ঘাট, কঙ্কেশ্বর শিলা মহাদেব
গোকুলানন্দের সমাধির পাশে এখনো দাঁড়ালে দেখি
শ্রীচৈতন্য চলেছেন নীলমাধব দর্শনে!

।। কেলেঘাই ও সবুজ বিপ্লব ।।

বি ষ্ণু প দ আ চা র্য্য

গোকুল পুর গ্রাম এর গোপীকান্ত গোস্বামী এলাকায় 'গাছ কাকু' নামে বেশি পরিচিত। কেউ কেউ তাকে গোঁসাই কাকু নামে ও ডাকে। বয়স ষাট ছুই ছুই রোগা ছিপছিপে চেহারা। পরনে বেশিরভাগ সময়ে গামছা এবং গায়েও সবসময় একটি ছোট গামছা ফেলা থাকে। কখনো সখনো শহরে গেলে গেঞ্জি ও হাটুর উপর ছোট ধুতি পরেন। তার আসল নামে এখন আর কেউ চেনেনা। সবাই গোঁসাই কাকু বলেই ডাকে।

গোকুল পুর গ্রামেই গোপীকান্তর জন্ম ও বেড়ে ওঠা। কেলেঘাই এর চরেই তার বাস। তবে খুব ছোটবেলা থেকেই সে গাছ পাগল। মায়াবী আলো আঁধারী ঘেরা ছোট এই গ্রাম। তার প্রাকৃতিক পরিবেশ তার খুব প্রিয়। গ্রাম এর বেশি র ভাগ মানুষ-ই চাষী। তবে তারা খুব সহজ ও সরল। অকৃতদার গোপীকান্তর নিজের সংসার বলতে কি ছুই নেই।

সেই ছোটবেলা থেকেই দাদা বৌদির সংসারে বড় হ ওয়া। ছোট ছোট ভাইপো ভাইঝি দের স্কুলে নিয়ে যাওয়া নিয়ে আসা, সকাল সন্ধ্যা টিউশনি ছাড়াও নিয়ে আসা, ফাইফরমাস খাটা আর দাদা কে চাষ জমিতে সাহায্য করা। ছোটবেলা থেকেই এই ছিল তার কাজ। মা সেই ছোটবেলায় মারা গেছেন। বাবা তার পর থেকে বেপাত্তা । গ্রাম এর শেষ প্রান্তে গোকুলানন্দ-এর যে সমাধিস্থল আছে, তার পাশে আছে একটি বিরাট বট গাছ, গোড়াটি শান বাঁধানো। কখনো কখনো কোন কোন মহারাজ সেখানে এসে দুয়েকদিন থাকেন। গোপীকান্তর তখন সংসার

বলতে ঐ বট গাছের নিচের অস্থায়ী আস্তানা। সেখানে ঐ কদিন গোপীকান্ত মহারাজের সঙ্গে ধর্ম ও সমাজের নানা বিষয়ে আলোচনা করে সময় কাটায়। দিনের শেষে দিগন্তের উপর আকাশটা নীচু হয়ে কেলেঘাই এর ওপরে মিলে যায়, তখন গোপীকান্তর মনে হয় সেও এভাবে যেন নীচু হয়ে সকলের আশীর্বাদ নেয়। তবেই তার জীবন সাথক হয়।

ছোটবেলা থেকে দারিদ্রের মধ্যে বড় হয়েছে গোপিকান্ত । চাল চুলোহীন গোপী তাই পড়াশুনায় বেশি দূর এগোতে পারেনি।।গোপীকান্ত যখন ২০ বছরের যুবক গ্রামের কিশোরী চম্পা কে তার মনে লেগে ছিল। একদিন কেলেঘাই এর চরে চম্পার সাথে দেখা করে নানা রকম গল্প করে ,,জীবন দর্শন সম্পর্কে ,সংসার বৈরাগী মহারাজ সম্পর্কে, এই অনন্ত চরাচর বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সম্পর্কে, এই অনিত্য জীবন সম্পর্কে-। হঠাৎ চম্পা বলে ওঠে আজ যাই গোপীদা, আমার খুব কাজ আছে। সেই যে এক ছুটে দৌড়ে পালিয়ে যায় ,আর আসেনি। তার কদিন পর আরেকবার গায়ের বাঁকে তাকে থামাতে চেয়েছিল গোপিকান্ত কিন্তু খুব বিনয়ের সঙ্গে মাথা নিচু করে চম্পা জানিয়েছিল- গোপিকান্তদা তুমি বরং শহরের একজন ভালো ডাক্তার দেখাও তোমার মাথাটা একটু খারাপই হয়ে গেছে।

এরপর অনেকদিন কেটে গেছে। চোখের সামনে ঘটে চলেছে নানান পরিবর্তন। গ্রামের সৌন্দর্য আগের মত নেই । বিনা প্রয়োজনে বড় বড় গাছ কাটা পড়েছে। প্রসারিত হয়েছে রাস্তা, সাঁই সাঁই করে ছুটে চলেছে সারসার গাড়ি। গোপিকান্ত ভাবে, না এ ভাবে অরন্য নষ্ট করতে দেওয়া যাবে না। আর যদি গাছ কাটতেই হয়, তবে যথেষ্ট পরিমাণে গাছ লাগাতেও হবে। তার না হয় বয়স হচ্ছে,,কিন্তু গ্রামের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা তাদেরও তো জীবন বলে আছে? না ,হতে দেওয়া যাবে না । তাই গাছ লাগানোর একটা জেদ তাকে পেয়ে বসল। প্রতিদিন সকালে তার গামছার কোঁচড়ে বিভিন্ন গাছের বীজ নিয়ে গোপিকান্ত বেরিয়ে

পড়ল তার সাইকেল নিয়ে। তারপর কেলেঘাইয়ের পাড় বরাবর সেই বীজ ছড়িয়ে দিতে চারদিকে। যথা সময়ে বৃষ্টির জল পেয়ে সেই বীজ থেকে গাছ হতে থাকলো । নদীর পাড়, পুকুর পাড়, সমাধিস্থল, পোড়ো জমি, বাঁধের দু ধার সবুজে সবুজ হয়ে উঠল । গোপিকান্তের দেখা দেখি অনেকেই এ কাজে পরপর হাত লাগালো । করো না কালে বহু পরিযায়ী শ্রমিক যখন কাজ হারিয়ে গ্রামে ফিরে এলো, তাদের দিশাহীন মনে গোপীকান্ত উন্মাদনা জাগালো। বহু পরিযায়ী শ্রমিক, চাকরিপ্রার্থী যুবক যুবতী ,তারাও এই কাজে হাত লাগালো। এখন গ্রামের চারদিক সবুজে সবুজ। চাল চুলহীন গোঁসাই কাকু এখন 'বৃক্ষমিত্র' গোপিকান্ত গোস্বামী।

"কেলেঘাই নদী অববাহিকায় বিপন্ন জলজ পাখি শামুক খোল"

মৃ ণ্ম য় ম ণ্ড ল

শামুক খোল (এশিয়ান ওপেনবিল স্টর্ক) পাখিটি তার আশেপাশের আবাসস্থলের জন্য অত্যন্ত সংবেদনশীল। মৌলিক প্রয়োজনীয়তা গুলি তাদের জৈবিক মিথস্ক্রিয়া এবং অভিযোজনের জন্য খুব সুনির্দিষ্ট। এই মৌলিক-জৈবিক প্রয়োজনীয়তার উপর নির্ভর করে কেলেঘাই নদীর তীরের পাশে কয়েকটি নির্বাচিত গ্রামে বহুকাল ধরে বেশ কয়েকটি স্থানে এই পাখি বাসা বাঁধে। এই পাখিটি হল একটি ধূসরসাদা সারস-, যা অন্যান্য বড় জলজ পাখি থেকে সহজেই সনাক্ত করা যায়। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায়-এরা স্বাধীনভাবে বসবাস করে। এগুলি ভারতীয় উপমহাদেশ জুড়ে ব্যাপকভাবে রয়েছে। এদের উপনিবেশগুলি নদীর তীর, আর্দ্র এবং জলাভূমির পাশে খুব বেশি পাওয়া যায়। বাসা তৈরি এবং প্রজনন প্রক্রিয়া সেই নির্দিষ্ট এলাকার বৃষ্টিপাত এবং খাদ্যের যোগানের উপর নির্ভর করে থাকে। সাধারণত, এই পাখি খাদ্য গ্রহণের জন্য ধানক্ষেত, জলাভূমি, নদীর তীরের মতো আবাসস্থল ব্যবহার করে। তাই ভূমি ব্যবহার, পাখিদের বাসস্থানের উপর বিরাট প্রভাব ফেলে। কৃষিক্ষেত্রের পাশাপাশি শক্ত শাখাযুক্ত লম্বা এবং বড় গাছগুলি এই পাখির বাসা বাঁধার জন্য উপযুক্ত যায়গা।

বর্তমানে কেলেঘাই অববাহিকায় এই পাখির সংখ্যা হুমকির মুখে পড়েছে। পূর্ববর্তী দশকগুলিতে, কেলেঘাই নদীর অববাহিকায় বিভিন্ন গ্রামে প্রচুর সংখ্যক উপনিবেশ গড়ে উঠত (মৃন্ময় মণ্ডল ২০২৪)। কিন্তু সম্প্রতি সামান্য সংখ্যক পাখি এসে তাদের উপনিবেশ গড়ে তুলেছে। এই বাস্তুতান্ত্রিক অবনমনের পিছনে অবশ্যই বেশ কয়েকটি কারণ বিদ্যমান। বেশ কিছু গবেষণা পরামর্শ দেয় যে

আশেপাশের জমির ব্যবহার ও চরিত্র, বাস্তুতন্ত্রের সরলীকরণ, বাস্তুতন্ত্রের খাদ্য শৃঙ্খল ভেঙে যাওয়া জলবায়ু পরিবর্তন ,এবং বাস্তুতন্ত্রে মানুষের সরাসরি হস্তক্ষেপ এই পাখির সংখ্যা কমে যাওয়ার জন্য দায়ী।

এই পরিস্থিতির উপর দাঁড়িয়ে, অধ্যয়ন ও পরিস্থিতি তদন্ত এবং সেই সঙ্গে বিশ্লেষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হতে পারে। লক্ষ্য করাগেছে যে পাখিদের আবাস্থলের আশেপাশের গ্রামগুলির মানব সমাজ ,পাখি সম্প্রদায়ের বাস্তুতন্ত্রের কার্যকারিতা সম্পর্কে ভীষণভাবে উদাসীন। এই শামুক খোল পাখি এই পরিবেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, কিন্তু বর্তমান সমাজের মানুষ এখনও এই বিষয় সম্পর্কে সঠিকভাবে বুঝতে পারেনি। এই পাখিগুলিকে রক্ষা করার জন্য কোনও আগাম অভিযান না নিলে অদূর ভবিষ্যতে এই পাখিগুলি কেলেঘাই নদীর পাশের গ্রামগুলিতে থাকবে কিনা তা প্রশ্নচিহ্ন।

বাস্তুতন্ত্রের পাশাপাশি গ্রামীণ অর্থনীতিতে জলজ পাখির গুরুত্ব সম্পর্কে ধারণা শেয়ার করার জন্য একটি সচেতনতা শিবির খুবই জরুরি। স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায়, জলজ পাখিদের বাসস্থান-প্যাটার্ন বিশদভাবে বোঝার জন্য একটি নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা উচিত। শুধু তাই নয় জলজ পাখিদের গুণগত আবাসস্থল ফিরে পেতে, নির্বাচিত গাছ যাদের বাসা বাঁধার উপযুক্ত পরিবেশ রয়েছে, তাদেরও নদীর তিরের ভিতরে এবং বাইরে রোপণ করা উচিত। গ্রামবাসীদের কাছে জানতে পারি যে প্রজনন স্থলে পাখির আওয়াজ (বিশেষত শামুক খোল) এবং তাদের বিষ্ঠা ত্যাগের কারণে গ্রামবাসীরা অনিচ্ছাকৃত ভাবে বড় গাছগুলি তাদের বাসস্থান থেকে ধ্বংস করে। যাতে পাখিগুলি বাসা বাঁধতে না পারে। এই পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে, বিশেষজ্ঞদের মতামত এবং উন্নত কৌশল গ্রহন করা উচিত। যেমন প্রজনন উপনিবেশের নীচে জালের একটি পাতলা স্তর পাখির বিষ্ঠাগুলিকে ঘরবাড়ি এবং তার আশেপাশে পড়া থেকে অনেকটাই রক্ষা করতে পারে। আরেকটি ব্যবস্থা

হলো ধান ক্ষেতে কীটনাশক ও সারের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা। চাষীরা তাদের ফসলের জমিতে জৈব সার ব্যবহার করলে জলাভূমির বাস্তুতন্ত্র নষ্ট হয় না। এবং পরিশেষে, কেলেঘাই নদীর তীর জুড়ে জলাভূমি থেকে বাণিজ্যিক ভাবে মাছ চাষ কঠোরভাবে বন্ধ করা উচিত। ধীরে ধীরে প্রজনন উপনিবেশের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। এটা সত্যি যে তাদের রক্ষা বা এই পরিস্থিতি পরিচালনার জন্য কোন কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে উদ্যোগ নেওয়া হয়নি।

চিত্রঃ শামুক খোল পাখির আবাসস্থল। সেলমাবাদ গ্রাম, পটাশপুর

।।বাঘুই ও কেলেঘাই নদীবাঁধে বৃক্ষ রোপণ।।

কৃ ষ্ণ গো পা ল চ ক্র ব র্তী

পরিবেশ অবক্ষয়ের একটি অন্যতম কারণ হল আঞ্চলিক ভাবে স্থানীয় গাছের অবলুপ্তি। যে অবলুপ্তি আঞ্চলিক বাস্তুতন্ত্রে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে। সেই প্রভাব মানব সভ্যতার মানসিকতায় কখনও কখনও আক্ষেপের হয়ে উঠলেও, আমরা কেমন যেন নিষ্ক্রিয়তার পরিচয় বহন করি। বিশেষত শিক্ষিত ব্যাক্তিবর্গের আড্ডায় বাস্তুতন্ত্রের অবক্ষয়ের নানানদিক নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ করা হয়, কিন্তু তার ব্যবস্থাপনার উদ্দ্যেশে তারা

নিষ্ক্রিয়তার পরিচয় দেয়। যদিওবা কিছু ব্যাতিক্রমি ব্যাক্তিবর্গ রয়েছেন, তবে তার সংখ্যা খুবই নগণ্য। শুধু গাছ ও পরিবেশ ভালবাসার জন্য নয়, সামাজিক দায়বদ্ধতার খাতিরে , এহেন উদ্যোগ নিয়েছিল ...ও কেলেঘাই। আপনি যদি এই বিষয়ে চর্চা করেন, এই অবক্ষয়ের ভয়াবহতা সম্পর্কে ওয়াকিবহল, আগামী প্রজন্মের ভবিষ্যতের কথা ভাবেন, তবে নিজেও উদ্যোগ নিতে পারেন। আপনার আসেপাসে এলাকায় দুচারটি গাছ লাগান, যে সমস্ত গাছ বিলুপ্তির পথে অবস্থান করছে। (গাছ লাগানোর সঙ্গে সঙ্গে তার রক্ষণাবেক্ষণ ও সমান গুরুত্বের)

২৭/০৮/২০২৩ বাঘুই ও কেলেঘাই নদীতীরে বৃক্ষ রোপণ এর কিছু স্থির চিত্র।

।। বাইর পূজা- এক গ্রামীণ উৎসব।।

শ্রী দে বা শি স কু ই লা

বাঙালির জীবনে, বলা যেতে পারে সংসার জীবনে বারো মাসে তেরো পার্বণ। আর কেলেঘাই নদীর তীরবর্তী কৃষিজীবী মানুষজনের ফসল তোলার উৎসব এই ‘বাইর পূজা’। শীতের মাঝামাঝি সময়ে পৌষের শেষবেলায় পল্লী বাংলার ঘরেঘরে সন্ধ্যা কালে এই উৎসব পালিত হয় মহাসমারোহে।

কেলেঘাই-বাঘুই নদীর তীরবর্তী পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার অর্থাৎ পটাশপুর, সবং, ভগবানপুর, ময়না, নারায়ণগড়, বেলদা, দাঁতন প্রভৃতি থানার প্রতিটি পরিবারে কোজাগরী লক্ষ্মী পূজার পর থেকে প্রতি বৃহস্পতিবার লক্ষ্মী

মায়ের পূজা হয়। সেই সঙ্গে নিরামিষ ভোজন, লক্ষ্মী চরিত্র গ্রন্থ পাঠের মাধ্যদিয়ে এই ব্রত পালিত হয়। প্রতিটি কৃষক পরিবারে শুধু নয় ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব সকল পরিবারে এই উৎসব পালিত হয়।

উৎসবের দিন সকাল থেকেই প্রতিটি সংসারে ব্যস্ততার সীমা থাকেনা। বাড়ির উঠোনে, যেখানে মাঠ থেকে ফসল (ধান) এনে রাখা হয় সেখানে গোল করে একটি বৃত্ত তৈরি করা হয়। গোময় ও মাটি দিয়ে জায়গাটি সুন্দর করে পরিষ্কার করা হয়। সেই সঙ্গে 'পতুল মাড়ানোর' জন্য যে 'মই-খুটি' থাকে তাতে 'সার বিড়া' অর্থাৎ মাঠের শেষ ধান বিড়া ও ' শুক্রহাল বিড়া' অর্থাৎ পাকা ধান কাটার প্রথম ধান বিড়া বেঁধে দেওয়া হয়। আর চালবাটার পিঠুলি দিয়ে বৃত্তের মধ্যে চাষবাসের জন্য প্রয়োজনীয় সকল যন্ত্রপাতি- কোদাল, দা, কাতান, নাঙল, কুলা, ঠাকা, বাঁশের সিঁড়ি, ইত্যাদির চিত্র অঙ্কন করা হয়। সেই সঙ্গে উত্তর দিকে রাখা হয় বর্গক্ষেত্র আকারে হামার ও খামারের ঘর। পূর্বদিকে থাকে লক্ষ্মী মায়রের চৌকি বসার জায়গা ও প্রবেশ পথ। আর বৃত্তের দক্ষিণ দিকে থাকে সর্ষে ফুল ও গোবর দিয়ে তৈরি ষাঁড়ের ঘর।

সন্ধ্যাবেলা বাড়ির ছেলে মেয়ে, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা সকলে ঐ বৃত্তের কাছে উপস্থিত হয়ে বৃত্তকে ঘিরে বসেন। একঘটি জল ও শাঁখ, কংসাল ইত্যাদি নিয়ে ঠাকুর মশাই লক্ষ্মী প্রতিমা ঐ বৃত্তের মধ্যে বসানোর পর যেন শেয়ালের ডাক মায়ের কানে না পৌঁছায়। তাই শেয়াল ডাকলে শাঁক-কংসাল বাজিয়ে বৃত্তের চারিদিকে জল ছড়িয়ে গণ্ডি কেটে দেওয়া হয়।

ব্রাহ্মণ ঠাকুর পূজা করেন। চিড়ে নানা ধরণের ফলমূল দিয়েই সাধারণত পূজা হয়। পূজার শেষে বাড়ির মালিক 'এক ঠাকা' ধান একটি বেতের খুবির পেছনে হাত দিয়ে খামার থেকে হামারে তোলেন ঐ বৃত্তের মধ্যে। ষাঁড়কে ও ফলমূল দিয়ে পূজা করা হয়। রাতের আহার ঐদিন ঐ চিড়ে ও ফলমূল দিয়ে সকলে সমাপন করেন। প্রতিবেশীর বাড়িতেও প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

ফসল তোলার এই উৎসব ঝি-ঝৌড়ি, মেয়ে-জামাই, নাতি-নাতনি প্রবাসী ছেলে-বৌমার মহা সমাগমে এক আনন্দ উৎসব রূপে আজো প্রচলিত রয়েছে কেলেঘাই নদী তীরবর্তী গ্রামীণ জনজীবনে।

চিত্রঃ 'বাইর পূজা' সাজ ও সরঞ্জাম

ফুটনোটঃ

'পতুল মাড়ানো' ও 'মেই খুঁটি'- পাকা ধান মাঠে কাটার পরে ধান ঝাড়ানোর কালে যে সকল টুকরো ধানের শিস ও ধানের গাছ সঞ্চিত হত সেগুলি একটি লম্বা দড়িতে একাধিক বলদ গরুকে বেঁধে একটি বাঁশের দণ্ড মাতিতে পোতে তার চারিদিকে ঘোরানো হয় চক্রাকারে। একেই বলা হয় গ্রামীণ ভাষায় 'পতুল মাড়ানো'। আর খুঁটিটিকে বলা হয় 'মেই খুঁটি'।

'সার বিড়া'- ধান ক্ষেতের শেষ গাছটি কেটে পবিত্র রীতিতে চাষি ভাই নিজ মস্তকে বাড়ি নিয়ে আসেন এবং প্রদীপ জ্বালিয়ে, শঙ্খ বাজিয়ে তাকে বাড়িতে রাখা হয়। গ্রামীণ উপভাষায় যাকে 'সার বিড়া' বলে।

'শুক্রহাল'- পাকা ধান কাটার প্রথম কাটা ধানের গাছের গোছা, চাষিভাই নিজ মস্তকে গৃহে নিয়ে আসেন শুক্রবার। তাই এর নাম 'শুক্রহাল'।